শান্তু রায়
সাঁঝের লোকাল ট্রেন

অন্ধের লোকাল ট্রেন

শান্ত রায়

সন্ধের লোকাল ট্রেন

শান্ত রায়

কৃশানু প্রকাশন সি ডি ১১১, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪

পরিবেশক : দে বুক স্টোর কলিকাতা-৭৩

Sondher Lokal Tren [Bengali Poems]
By Shanto Ray
Rs. 10·00

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী
প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা
মাঘ ১৩৯১, ফেব্রুআরী ১৯৮৫

প্রকাশক : দীনেশচন্দ্র সিংহ, কৃশানু প্রকাশন, সি ডি ১১১, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪ ॥ মুদ্রক : বিভাসকুমার গুহ ঠাকুরতা, ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯ ॥ প্রচ্ছদ মুদ্রণ : দি নিউ প্রাইমা প্রেস, ১১ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩

মূল্য ঃ ১০·০০

সন্ধের লোকাল ট্রেন

১

নিরীহ প্রতিমা ৯

কী করছো রাজা ১০

খনন ১১

আমার সুন্দর ১২

পেন্‌সেটিয়া : আসন্ন রক্তিম ১৩

সামাজিক ১৪

জন্ম নেয় ইজেলে, সেতারে ১৫

জলতল ১৬

সন্ধের লোকাল ট্রেন ১৭

হাওয়া ও মাধুর্যে কাঁপে ১৮

দিন আসে ১৯

কলকাতার কুসুমকাননে ২০

আবার আমরা ২১

অন্ধকারে ২২

আমি এসেছি : সুদিন ২৩

বিকেল, প্রিয় বিকেল আমার ২৪

ছায়াময় ফেরিঘাটে ২৫

চুরি যাবে ২৬

পদ : খণ্ডিতা ২৭

জলবন্দনা ২৮

বৃষ্টি ২৯

ছুটি ৩০

প্রার্থনা ৩১

অগোচরে ৩২

পিঁপড়ে একা ছ্যাথে ৩৩

এখানে কেবল পথ, হাওয়া ৩৪

ভোর আর কোপাই ৩৫

সে ৩৫

চিত্রল ৩৬

নাকছাবি ৩৭

প্রিয়নারী ৩৮

এ-দিকে ও-দিকে ৩৯
বোঝা যায় ৪০
তথাগত, তোমার জন্য আজ ৪১
বিহরীতে ৪২
কবিতার বই ৪২
বেঁচে থাকে একা ৪৩
ঘুমহীন শুয়ে থাকা ৪৪
কার জন্য ৪৫
দ্রোহী ৪৬
২
রঙের ভেতর থেকে ৪৯
গন্ধ জানলায়, সিঁড়িতে ৫০
নন্দিনী ৫১
দেবীমাহাত্ম্য ৫২
বৃষ্টি সারারাত ৫৩
তোমার নির্জন উপকূলে ৫৪
এসো, এইখানে ৫৫
অনুভবে স্থির ৫৬
নির্জন ৫৭
দৃশ্যের ভেতরে এই সবকিছু ৫৮
দূরে যেতে-যেতে ৫৯
কিন্তু তুমি নও গোলাপ কিংবা ৬০
তুমি চান করো ৬১
কাছে ৬২
৩
অন্ধ ৬৫
খাবার ৬৬
যে রয়েছো ৬৭
ক্রিয়াকলাপ ৬৮
গন্ধে গাঁয়ে, তোমায় ৬৯
শরীর ৭০
পাখির গল্প ৭১
তার স্বগতোক্তি ৭২

উৎসর্গ

মগ্ন ও জেদী বন্ধুদের

'...কোনো দিক থেকেই, ভেঙে পড়বার সংগত কোনো সমর্থন নেই।'

শঙ্খ ঘোষ

বইটিতে ১, ২, ৩—এই তিনটি পর্ব। উক্ত সংখ্যাধারী
পাতা ক'টিতে আর কোনো টাইটেল রাখা হ'লো না।
ওই শাদা, পাঠকের ব্যবহারের জন্য ; তাঁর কপিতে তিনি
যাতে খুশিমতো পর্বনাম বসিয়ে নিতে পারেন—
অথবা অন্য কোনো কথা।

শা. রা.

নিরীহ প্রতিমা

তুমি ভেবেছিলে, তোমাকে এনে আমরা বসতে দেবো
তন্ময় অঙ্গনে, সামান্য চন্দন আর ধুনোর মৃদুগন্ধে।
তুমি ভেবেছিলে, সমুদ্রজল-রত্নজল-শিশিরের জল না হোক,
আমরা তোমার স্নানের জন্য রাখবো অন্তত একটি
পরিচ্ছন্ন কুয়োর জল, তেল-সাবান, তোয়ালে।

মানসকৈলাস থেকে সাধ ক'রে নেমে এসে, কেন তুমি
ধরা দাও আমাদের গাদাগাদা অদীক্ষিত হাতে ?
নাকি, আমরাই ভুজুং-ভাজুং দিয়ে, বা ভয় দেখিয়ে কিংবা পা-ধ'রে
প্রতিমা, তোমায় টেনে আনি আমাদের বিচিত্র প্যাণ্ডেলে !

তুমি ভেবেছিলে, রসময়-ধ্বনিময়-অলংকারভরা পাহাড়প্রমাণ
ভোগ বাড়া না থাকুক,
তোমার জন্য থাকবে আসন, খাবার, আর সামনে কিছু সহৃদয় মুখশ্রী।

কী করছো রাজা

রোদ-হাওয়ায় নারকেলপাতা দুলে-দুলে—
দুলছেই।
খটাখট্-খটাখট্ঃ চালাঘরের ভেতর থেকে
ভেসে আসে টানা-ভরনার স্বর…

সদ্য জন্মাচ্ছে যে মৃৎপাত্রেরা—একটির পর একটি—
তাদের নাড়ি কাটে ঘুরেচলা চাকের ওপর
দক্ষ আঙুলে ধ'রে-থাকা সুতো।
আর, সূক্ষ্ম তুলিটি তন্ময় হয়ে রয়েছে
প্রতিমার দু'চোখে।
সেই ফর্সা হবার পর থেকে
ঘরের বাইরে, এ-গাছে ও-গাছে সে-গাছে, খালি খেলছেই
রামচন্দ্রর ডোরাকাটা ছোট্ট বন্ধু।

মৃগয়ায় বেরিয়ে, রাজা ইন্দ্রনীল, তুমি
কার কনকপদ্ম হাতে নিয়ে ঘুরঘুর করছো ?

খনন

জল ছাড়া শিল্পী বাঁচে না

অনেক-অনেক স্তর—তারপর
অন্তিমনিভৃতে
থাকে জল

শিল্পী তার দুটি হাতে খননক্ষমতা ধরে
দিবসরজনী

আমার সুন্দর

[রোদ্যাঁর ভাস্কর্য 'আই অ্যাম্ বিউটিফুল'-এর উত্তোলিত নারীকে]

তুমি যেন পাখি, ওগো পরিপূর্ণ নগ্ননারী, নিজেকে দিয়েছো ছেড়ে
পৌরুষে ও প্রেমে

যে তোমাকে তুলে নিলো দু'হাতে, যে তোকে
নিষ্ঠায় ধারণ করে পেশল হৃদয়ে, রোমকূপে,
আপন স্বরের উৎসে তোর যোনিস্পর্শ নেয়, যার
উদারনির্ভীক মুখ জয়ী সৈনিকের চেয়ে দৃঢ়···
সে কে ?

'সে আমার মানবতা, আত্মবিস্মৃতির স্বপ্ন,
রক্তপতনের সার্থকতা।'

পেন্‌সেটিয়া : আসন্ন রক্তিম

শীত কেটে ফাল্গুন ঢোকে, আর
ঝিমন্ত টেবিলল্যাম্প বহুক্ষণ বাক্‌ভুল থাকে
সন্ধেরাতে—সাইকেল-রিকশার হর্ন
সংক্ষেপিত হয়ে আসে কেন?
থির পেন্‌সেটিয়া গাছ কেঁপে ওঠে :
আসন্ন রক্তিম !

থেকে-থেকে নক্ষত্র ও কাকডাকা
জাহাজডাকের বিচ্ছুরণ ;
ঈষৎ ঠাণ্ডার ঘুমে ফাট ধরে—
লোকাল ট্রেনের কোনো ভূমিকা অবশ্য এতে নেই।

শুধু আমি একা নই, চরাচরও জেগে—
আর টের পাই হাওয়া :
ভোরের বাতাস, তুমি কবে এতো পরিণত হ'লে ?

সামাজিক

আর কতো 'সামাজিক' হবো, ,আর কতো
সিঁড়ি ভাঙতে হবে ?

সামাজিক হওয়া মানে নীলিমা ও নদী থেকে
বহুদূরে—
ফুল ও পাহাড় থেকে
ক্রমাগত নিচে নেমে যাওয়া !

সামাজিক হওয়া মানে
বাস্তুঘুঘুদের সঙ্গে মিশে-মিশে
ঘুঘু ব'নে যাওয়া ?

যতো 'সামাজিক' বাড়ে—সবুজ ভূখণ্ডগুলি,
লালনীল ঘরবাড়িগুলি
দিনে-দিনে ভিটে হয়ে যায় !

জন্ম নেয় ইজেলে, সেতারে

ঠিক বেঁচে থাকে পদ্মফুল!

স্তম্ভের মাথায় ফুটে ওঠার বাসনা যার নেই
অর্থনীতি কিংবা পরমার্থনীতি না-বোঝার মনস্তাপও নেই—
তুমি তাকে ছিঁড়তে পারো না!
নীল বা গোলাপী শিরা-উপশিরা তারও তো রয়েছে!

'সময় ভীষণ কম হাতে'—এই ভাবনা না-ভেবে
দলগুলি হাসে আর বেড়ে ওঠে
শিকড়ে জলের বোঝাপড়া

সারাক্ষণ যার সঙ্গে বজ্রমণি-ধার আলো, আর
সুগন্ধের প্রীতি—ঘিরেথাকা,
কখনো সে জন্ম নেয় জলে আর কখনো বা
ইজেলে, সেতারে…

জলতল

১

মাছেদের খোলা মাঠে ঝুলে থাকে শাদা-শাদা খাবারেরগুলি,
টুকরো-করা উপাদেয় কেঁচো
জলের ওপরে রোদ, শুকনো ঘরবাড়ি,
সাইকেলের ঘন্টি, কথা-কাটাকাটি, উঁচু-নিচু গাছ, আর
অনেক ওপর থেকে ঝট্ ক'রে নেমে আসে চিল

২

তলদেশে নাকছাবি গেঁথে আছে ঝক্‌মকে হ'য়ে
প্রথমে কয়েকদিন চুপচাপ পড়েছিলো পরম গুমরে
ধীরে-ধীরে টের পায়, এখানে সুগন্ধ নেই—
ঘাম নেই, ব্রণ নেই, আরশিও নেই
ইদানীং ঘুমে ছাখে : ভেসে-ভেসে কাছে আসছে
প্রিয় হাত, মেঘলা আঙুল

সন্ধের লোকাল ট্রেন

আর কেউ নয়, শুধু সন্ধের লোকাল ট্রেন টের পায়
ঊষর ভূমির দীর্ঘশ্বাস
এখানে ওপরমুখী চিমনি নেই
কিছু আগে অবসন্ন উড়াল-পাখির সংক্রামে
আকাশ আঁধার হয়ে গেছে—
জোনাকি-তক্ষক-ব্যাঙ-ডাকপাখিদের শব্দ-সাড়া

একটেরে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামে ধামুয়ায়, তারপর
লোকজন নেমে গেলে, স'রে যেতে থাকে...
উল্টোপারে ঝোপঝাড়, লম্ফর আলোয় আবছা খ'ড়োচাল
হঠাৎ সেখান থেকে শিশুর চিৎকার ঃ
ও বাবা, এসেছো !

হাওয়া ও মাধুর্যে কাঁপে

শ্যাওলা ও জলঝাঁজি, মেঘপল্লবের কিছু ছায়া
জলকে নীলাভ করে—মগ্নতা নিবিড় হয়ে ওঠে
হালকা-বেগুনী ফুলে লেগে থাকে ফড়িঙের বুক…

তারপর কেউ আসে দ্রুত-হাতে ডিঙি বেয়ে-বেয়ে
বৈঠা তুলে ধ'রে বলে, 'অনেক ছিঁড়েছি, তুমি বাকিটা
সরিয়ে ফেলো নিজে
না হ'লে, ধারালো অস্ত্রে কী ভাবে দু'ভাগ হয় জল
আমি জানি !'

সন্ধেরাতে বনভূমি শাদা হ'য়ে আসে, আর জলও—
হাওয়া ও মাধুর্যে কাঁপে, ভ্রূমধ্যে ধবল গোল টিপ
'কে পরিয়ে দিলো, হায়, আমি ছাই নিজেও কি জানি !'

দিন আসে

চন্দনের গন্ধ থাকে পৃথিবীর ভোরের বাতাসে
দিন আসে, জ্যোতির্ময় যুবরাজ যেন ;
আমরা সারাক্ষণ ধ'রে ষড়যন্ত্র করি, শুধু তাই নয়,
তাদের ঘাতক দিয়ে হত্যাও করাই—

পশ্চিম-আকাশ রক্তে লাল হয়ে যায়,
কুসুম ঝরার শব্দ মানুষ কি শোনে ?

কলকাতার কুসুমকাননে

বসন্তদিনের আগে চূড়ান্ত যৌবন-পাওয়া ডালিয়াকে ঝ'রে যেতে হয়
তবু এ-বিষাদবাক্য ভুলে থেকে ওই ফুল আসে বারবার
কলকাতার কুসুমকাননে

তারুণ্যের মতো কিংবা তরুণের শোণিতের মতো উষ্ণ রোদ,
ময়দানে দুপুরবেলা প্রকাণ্ড গাছের নিচে অনসূয়া, ওর
কোলে মাথা রেখে স্থির শুয়ে আছে পার্থপ্রতিম
দূর থেকে বোঝা যায় না কে ওখানে গন্ধ ঢালে—বিষণ্ণতা? স্বপ্ন?
অভিমান?

চিড়িয়াখানার ভরা-সরোবরে অপরাহ্নে বিদেশী পাখির চ্যাঁচামেচি
কমলালেবুর খোসা চিবোতে-চিবোতে এসে পয়সা চায় ভিখারী বালক;
মনসাপাতার ঠাণ্ডা কাজলের মতো অন্ধকারে
আধঘণ্টা ব'সে কারা দল বেঁধে চ'লে গেলো খালাসীটোলায়···
এখন কলকাতা ছেড়ে বহুদূরে চ'লে গেছে ভ্রমণবিলাসী মানুষেরা,
কলকাতায় ফিরে আসবে ব'লে।

আবার আমরা

আবার আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভাবছি।
আবার ফিরে এলো মেয়েদের জামার লেস্,
ছেলেদের সরু-পা!
আবার আমরা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেব
ছোট থাকতে-থাকতে।
আর আমরা বাজারে যাবো
ঝুলঝাড়ুর খোঁজে।
ভাতের থালা হাতে নিয়ে খুঁজবো
গোবর-নিকোনো দাওয়া
চাষের জন্য আমরা শুধু বৃষ্টিকেই ডাকবো।

আবার আমাদের ভাবিয়ে তুলছে
অনুভূতিহীন 'কবিতা-মেলানো'র সমস্যা!

অন্ধকারে

অন্ধকারে যে রয়েছে অন্তরা তাকেই বলে ভূত—
বাঁশপাতা নড়েচড়ে ছাদের কার্নিশে
ভয় বা দুঃখের চাপা শব্দ ওঠে

বুক টিপ্‌টিপ্‌ করলে যেমন আওয়াজ হয়, সেইভাবে
কে যেন কাঠের সাঁকো পার হয়ে
নেমে গেলো ;
দিঘিতে আনত-মুখ তেঁতুলের মাথায়, আঙুলে
লাগে হিম…

ওইখানে মাঝরাতে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে ভূত, একা-একা,
মানুষ বোঝে না—
এমন-কি, তার পাশে গিয়েও বসে না !

আমি এসেছি, সুদিন

শাদা মেঘের নিখুঁত পোষাক প'রে সেজেছে আকাশ—
আর, ফাঁকে-ফাঁকে গাঢ়নীল অঙ্গ, ওই ছাখো,
এরই নাম সকাল—মানুষেরা গুন্‌গুন্‌ ক'রে সুর ভাঁজছে
কর্মস্থলে যেতে-যেতে
যে-ভাবে বন্দর ছেড়ে জাহাজ সমুদ্রে যায়
আর ঠিক যে-রকমভাবে গেছে দূরগামী পাখিরা আকাশে
আঙুল ডুবিয়ে কেউ মাটিকে আরাম দিচ্ছে
কেউ বলদকে তাড়া দিয়ে, মই চেপে, ব'লে উঠছে—হুর্‌র্‌র্‌ !
আর যারা নৌকোয় লোক ডাকছে দরাজ গলায়, ছাখো,
গায়ে হাল্‌কা ঘাম, মুখে উজ্জ্বলতা...
এদের সবার সঙ্গে আছে আজ গা-জুড়োনো হাওয়া
আর রোদ্দুর ঝক্‌ঝকে।

বন্যা আর খরাকে যমের দক্ষিণদোরে পাঠিয়েছে মানুষ...
আপাতত, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ইজেলে মগ্ন হয়েছেন শিল্পী—
আর, মানুষের বাড়ির দরজায় ধীরে-ধীরে কড়া নেড়ে
কে যেন ডাকছে : দরজা খোলো, আমি এসেছি,—সুদিন !

বিকেল, প্রিয় বিকেল আমার

দীর্ঘসূত্রী ও প্রসন্ন এই গ্রীষ্মে
কেউ-কেউ পাকা ফসলের গন্ধ পায় ; এ-সময়ে
সমস্ত ভুবনে কেউ দুঃখী থাকেনা। মানুষের মুখ যেন বোগেনভেলিয়া
উচ্ছ্বসিত শেষ-রোদে।

বস্ত্রালয়ের বৃদ্ধ, ওষুধ-ব্যাপারী, মসৃণ-গাল গয়নাবাড়ির যুবক,
কেন ওইসব ইট-কাঠ-কাচের আড়ালে তোমরা ? বাইরে এসো !
বউনি কোরো সন্ধেবেলা ধূপধুনো জ্বেলে—
এখন মানুষেরা হাঁটছে, হাঁটতে-হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ছে
সেইসব রাস্তায় ও ফুটপাথে
যাদের ওপর বড়ো আকাশ, ঘননীল…
গৃহস্থ-বাড়ির বউ চুল না-বেঁধে সদর দরজায়—
ছিঁচকে চোর, এই ফাঁকে ওদের ভেতর-ঘরে ঢুকে পড়ার
অভিসন্ধি কোরো না, মানিক !

সিনেমার বাইরে এসে, সকালের মতন উজ্জ্বল বিকেল দেখে কেউ
অপ্রস্তুত, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ঝুলবারান্দায়
তরুণী মায়ের কোলে ছট্‌ফট্‌ ক'রে হাসছে শিশু
যে-রকম ভোরের সমুদ্রে থাকে নুলিয়া-নৌকোর মাতামাতি…
বিকেল, প্রিয় বিকেল আমার, চ'লে যাচ্ছো কেন একটু-একটু ক'রে ?
ছাখো, কতো মানুষের চোখে জ'মে উঠেছে অভিনন্দন !
কবি শান্ত রায়ের অনুরোধ : চ'লে যেও না, যেও না—

ছায়াময় ফেরিঘাটে

কৃষ্ণাপঞ্চমীর সন্ধ্যা, গঙ্গাপাড় ছুঁয়ে আছে জল
যেন অন্ধ, নিরুত্তাপ,
আকাশে অনেক তারা, অথচ সবাই খুব একা-একা
নিয়মিত জ্ব'লে-'জ্বলে প্রকৃত স্থবির

মাঝেমাঝে আগুনের ফুলকি ওড়ে জলের অদূরে
বিবর্ণ কাগজ, পাতা, অসংলগ্ন বাদামের খোসা—
ছায়াময় ফেরিঘাটে নিথর প্রাণীরা…কতোকাল
স্থির অপেক্ষায়

স্টীমার এগিয়ে আসে
জলের আঘাত নেই, ঝোলানো লণ্ঠন একটু নড়ছে না
এবং ভেতরে যারা—ম্লান-মুখ, সাড়াশব্দ নেই
হঠাৎ বাতাস দেয় কড়ানাড়া সকলের চুলে
অথচ নিশ্চুপ, কোনো লাফাবার ভঙ্গী নেই, যেন তারা এইভাবে
চার যুগ ব'সে আছে পারের আশায়

২

চুরি যাবে

আজ রাতে চাঁদ চুরি যাবে
কারো চোখে ঘুম নেই, সবার হৃদয় যেন ভীষণ উত্তাল
সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো ফুলে ওঠে
ফুঁসে ওঠে
ছুঁতে চায়
চাঁদ

ভরপুর পূর্ণিমায় স্মরণীয় উতল হাওয়ায়
সকলেই যুবক ও বেপরোয়া
যে যার আপন-ঢঙে মাঝরাতে ক'রে তোলে
নিজেকে প্রস্তুত
কেউ ধরে গান, কেউ নেয় তুলি, কেউ কবিতায়···

চৌকিদার! চৌকিদার!
এ-তিথিতে চৌকিদার ব'লে কেউ নেই—
আজ রাতে চাঁদ চুরি যাবে

পদ ঃ খণ্ডিতা

দুপুরের আলো জোর ক'রে আনো
বয়ানে
হাতে ঢাকো ঠোঁট আন কথা কও
ঢোঁক গিলে নিয়ে
কাছাকাছি নেই একটি আরশি
কেন যে!
ভুরু বেঁকে যায় অথচ আননে
হাস্য
ভীষণ সামনে খুঁটিয়ে- খোঁজার
চাউনি
সহসা আঁধারে জ্বলে-ওঠা বুঝি
সূর্য!

ঠিক এ-সময়ে চারপাশ বড়ো
শুব্ধ
আকাশের কোণে টুকরো মেঘেরো
ছ্যাথা নেই
এমন-কি, কোনো অতিথি কিংবা
শব্দও
আসে না, তুমি কি অস্থথ-অছিলা
পাড়বে?
শার্টের কলার আরো আঁট করো,
কণ্ঠে
যতো ঘষো, ততো লাল হয়ে ওঠে
লালছোপ…

তবু ঢাকা আছে বুক আর উরু
রক্ষে!

জলবন্দনা

নিদাঘের মেঘ তুমি বর্ষার নরক নও
তুমি ছাড়া গাছেরা বাঁচে না
মাটির নরমে রস দূর্বা-ঘাস মাথে ওষ
প্রাণীদের রসনায় লালা
আঘাতে পাহাড় চেরো ভেঙে দাও নদীপাড়
আবার কুয়োর নিচে থাকো
কখনো ঝড়ের ডাকে এ-দেশ ডিঙিয়ে দ্রুত
ছুটে-ছুটে যাও ভিন্ দেশে

শেষকষ্ট থেমে আসে শয্যালীন মানুষের
তোমার পরশ পেয়ে ঠোঁটে
হিমালয়ে মন্দাকিনী তুমি সৃষ্টি, পুরাতনী
হে পতিতপাবনী, বিদেহী
বেলাভূমি ছেপে ওঠো ভিস্তি থেকে ঝ'রে পড়ো
ধুলোতেও আনো শৃংখলা
একখানি পোড়োঘরে একজন মানুষের
তুমি তো জরুরি, প্রিয়তমা।

বৃষ্টি

বৃষ্টি এলো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে
সে যে-কার অস্থির প্রেমিক !
যে যেমন অবস্থায় ছিলো, সে-রকমই—
যেন ডাকে-ফেলা চিঠি রবিবার মাঝপথে স্থির
বাসস্টপে শেডের নিচে ভীরু, হিংস্র, ধূর্ত, ন্যাকা, পুরুষরমণী
দু'পাশে জলের ঝাপ্‌টা…ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়
একে অপরের
বিজুরী চম্‌কায়, সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখি
দাঁত চেপে বৃষ্টি ক্ষীণ হাসে

বন্ধ জানালার কাচে উঁকি দিয়ে বৃষ্টি দেখে নেয় :
কে কোথায়, কী রকম…
যেন কারো সন্দিগ্ধ প্রেমিক !

অকস্মাৎ আলো নেভে, আঁধারে জলের তোড়ে দৃশ্যখানি
বেশ নাটকীয়
বিজলীকে মাঝেমাঝে জ্বলতে ব'লে
বৃষ্টি একা-একা খুঁজে ফেরে
কে কোথায় !

ছুটি

সমস্ত কাজের কাছে আজ তুমি ছুটি চেয়ে নাও
চান ক'রে এসে বোসো বারান্দায়, আজ শুধু ছাখো

ওপরে নীলাভ পাখি সীমাহীন, তার দু'ডানায়
স্তরে-স্তরে জ'মে আছে ধবল পালক
তুমি যদি না ছাখো তো অমল পাখিটি
ঝট্ ক'রে উড়ে যেতে পারে, আর তা হ'লে পৃথিবী
আরো, আরো নষ্ট হয়ে যাবে

ঝাড়লণ্ঠনের টুকরো গোনা যায় না নদীর শরীরে
এদিকে গাছেরা সব শ্রেণীনির্বিশেষে
আলোকের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করছে চোখ তুলে···

তুমি
কিছু সময়ের জন্য ছুটি নিয়ে এসো, এইখানে

প্রার্থনা

বুঝতে পারি না
শিল্পকলা, তোর জন্য এই প্রাণে হোমানল কেন

বর্ষণে, নিদাঘে, ঝড়ে, হিমে, কুয়াশায়
তোর জন্য
যেন স্থির থাকতে পারি
যে-ভাবে একটি পাখি মগ্ন হয়ে
নিজেরই নিবিড় তাপে জন্ম দেয় দ্বিতীয় আত্মার…

অগোচরে

সন্ধেবেলা বাতাসের পথটুকু বন্ধ ক'রে আছে
পাথুরে মেঘেরা
চুপচাপ জানালার পাশে একা-একা
অন্ধকারে বসে থাকি
ফলসা গাছ স্থির-চোখে আমার দিকেই
চেয়ে আছে, কিছু বলতে চায় ?

আমার উরুর ঠিক সন্ধিস্থলে বিরাট কাটা-ঘা
হাঁটা-চলা বড়ো কষ্টকর
হাঁটতে পারলে কোথায় যেতাম ?
যাবার মতন কোনো জায়গার নাম
মনেও আসে না

বগলে, গলায়, বুকে, নিঃসঙ্গ কপালে
নোনা-নোনা জল
পাশের বাড়ির দুটো বাচ্চা ছেলে জামা খুলে ফেলে
হাওয়া ধরতে মাঠময় ছুটোছুটি করে...

সহসা বাতাস আসে, আগে স্পর্শ পায় গাছপালা
ভাষা পায়, ফিসফিসিয়ে ফলসা ব'লে ওঠে
—এখুনি আরাম পাবে তার মুখ মনে করো যদি
—কার মুখ ?
—তোমার প্রথম প্রেম, যাকে তুমি ভালোবাসতে নিজের চেয়েও
কিছু বেশি।

পিঁপড়ে একা ছ্যাখে

কালো পিঁপড়ে ঘুরঘুর করে
ঘনলাল বাক্সোটির মাথার চত্বরে ;
ফাঁক দিয়ে ঢুকে যায় অন্ধকারে,
সারা রবিবার সব শাদাখাম নীলখাম
ওইখানে ঘুমিয়ে পাথর
এই ঘুম পিঁপড়ের ভাল্লাগে না।
মানুষের দেয়ালে-পোষাকে আর গায়ে বেয়ে সে জেনেছে
ডাক বন্ধ থাকে ব'লে
এই দিনটাকে কারা একটুও পছন্দ করে না।

সারাদিন বাড়িভরা আত্মীয়-অতিথি, টেলিফোন,
স্টিরিওফোনিক শব্দ—দেয়ালে-দেয়ালে বাজে গান—;
তবু জানালায়, ঝুলবারান্দায় যেন শরতের লঘু মেঘ,
একটি মুখ আসে, ভাসে, ঘুরে যায় :
কী যেন এলো না !
রোদ ওঠে, মেঘলা হয়, হঠাৎ হাওয়ায় গন্ধ—
ধূপ-ছায়া রোলঙে-বাগানে···এইসব পিঁপড়ে একা ছ্যাখে ।

এখানে কেবল পথ, হাওয়া

ব্রিজের মাঝখানে এসে
হঠাৎ কি মনে প'ড়ে যায় তার
ঝোলার ভেতর হাত্‌ড়ে খুঁজে পায় না
নতুনঠিকানা দেয়া সেই চিঠি ;
থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে, রেলিঙে দু'হাত—শ্রান্ত মুখ
পেছনে বাজার-দর, কথা—
বিকেলের ঘোলাজলে ভেসে আসে
আখের বাকল, ফুল, খড়…

অন্ধকার ঝেঁপে এলো—অমাবস্যা নাকি ?—তারা জ্বলে
এখানে ঠিকানা নেই কারো
এখানে কেবল পথ, হাওয়া,
এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভালো ?
অথবা দূরত্বে যাওয়া—
সূর্যের দরবার থেকে যে-রকম ঘরবাড়ি, গাছ,
এখন অনেক দূরে…
আবার সে হেঁটে চলে পৃথিবীর মতো ঢালু ব্রিজের ওপরে।

ভোর আর কোপাই

টেবিলঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুই
অন্ধকার থাকতে উঠে
ঘরের দরজা-জানলা খুলে, পর্দা তুলে দিই ;
আমার ছেলেবেলার বন্ধু ভোর তার সবকিছু নিয়ে যাতে
নিশ্চিন্তে এ-ঘরে এসে
মুখোমুখি বেতের সোফায় বসতে পারে

সে বার তখন শান্তিনিকেতনে, সন্ধেবেলা
আমার পিছনে গোয়ালপাড়া
পায়ের নিচে চর
সামনে আর তু'পাশে ধনুকের মতো ছড়ানো
কোপাই।
আর, ওপারে সরপুকুরডাঙার পথ, অচেনা—
অন্ধকারে
অন্ধকার জল-মাটি-আকাশ।

সে

শীতের রাতে জ'মে আসে চেনা মানুষদের গা-হাত-পা
সে জ্বলন্ত—এর ঠোঁট থেকে ওর ঠোঁটে
ঘোরে-ফেরে···
তারপর শেষটান—সুখটান দিয়ে তারা তাকে নাড়েচাড়ে
অন্ধকারে
এগোবার পথের তু'পাশে কোথায়-কোথায়
ঝোপঝাড়, কূপ-খাদ, দেখেটেখে নিয়ে
সাবলীল—সোজা ছুঁড়ে দিলো ওইখানে—
অন্ধকূপে।

চিত্রল

১

কুখ্যাতিমান সেই বাঘ
যন্ত্রণায় চোখেজলআসা বাঘিনীর
রোগাপিঠে তুলে ধরলো
নরম থাবা।

২

অসুররাজের উরুর মতো
বিভিন্ন শাখার গাঁট ঃ
পেয়ারা গাছে ঘনিষ্ঠ হয় শিম লতা,
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে
অনেক ওপরে উঠে
শক্তিমান গাছটির মাথা ঢেকে রাখে
ফণা তুলে।

৩

চিক্কন, ঘন, মৌনচুলেভরা
বিপরীতধর্মী দু'টি প্রতীক
অহংকার ভুলে
একাকার হ'য়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায়
কাছে আসতে থাকে, তাদের কথা শুরু হয় ।

নাকছাবি

১

ঠোঁটের ভেতরে ঠোঁট—

সুস্বাদু পৃথিবী থেকে যে-ভাবে শেকড়

টেনে নেয় স্বাদ...

এই অমৃতর জন্য

মানুষ অস্থির হ'য়ে ওঠে।

২

সারা দিনটা

অন্ধ মেয়ের স্তনের মতো দুঃখী।

৩

হাল্‌কা, শাদাফেনা-মেঘ উজিয়ে-উজিয়ে

স্টীমারের মতো ভাসে

পূর্ণচাঁদ।

৪

কর্মের ভেতরে মগ্ন মানুষের দিকে

শ্রদ্ধা

রৌদ্রের মতন ক্রমে বাড়ে।

৫

একজন অসুস্থ মানুষ

ঘুমিয়ে না-জাগলেই, মুখ থেকে উবে যায়

বাসিদাগ।

৬

বৃষ্টি ভিজে আরো বড়ো হ'য়ে যায়

রাজপথ।

৭

মানুষ কি তার মানবীকে

শ্রেষ্ঠ অনুভবে পেতে পারে

হৃদয় ও পুরুষাঙ্গ ছাড়া?

প্রিয়নারী

কবির অদূরে ব'সে প্রিয়নারী
বহুদিন পর চোখে চোখ আজ

ভারি বুক, ভাঁজ একটি উরুতে
তারি নিচে আধোঢাকা অন্য পা।

সজীব আঙুলগুলি ফুটে রয়
এমনই রঙনকুঁড়ি অনেকটা।

সহসা আঙুল তুলে কবিবর
নীরবে ছুঁলেন ওই কুঁড়িগুলি

নারীর ভিতর থেকে আসে ব'লে
শিশু কি নরম ?—কবি ভাবলেন।

১

এ-দিকে, ও-দিকে

শাদা মেঘের তলায় সবুজের গায়ে সবুজ
বুকের মুক্তি বুকের ওপর
চুলের মধ্যে আঙুল
নত চোখ

সমস্ত রাত সেতার বেজে চলে—চাঁদের আলো ;
বনভূমি জুড়ে কেঁপে-কেঁপে ওঠে আঙুল

২

ও-দিকে ক্রমাগত উদ্ধত হয়ে উঠছে স্তম্ভ
তার এ-পাশ দিয়ে সে-পাশ দিয়ে
ক্রমাগত বেড়ে চলেছে বংশ

স্তম্ভগুলি কি শোনেও নি
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষ ?
কখনো ছাখে নি কি
নির্ভয় গাছগাছালির খুব কাছে
অমল কাচের উপাসনামন্দির,
বুধবারের ভোর !

৩

এখানে আলো-ছায়ায় নরম কিছু মানুষের মুখ
শাদা মেঘের তলায় সবুজের গায়ে সবুজ,
নত চোখ ।

বোঝা যায়

বিকেলবেলায় আমার গা-গরম হয়, আর
বোঝা যায়—শরৎকাল এসেছে

দু'চোখ জানলায়
বিছানায় প'ড়ে থাকে
আমার ঝিম্-ধরা শরীর

বাইরে এক প্রাচীন চিত্রী চাপ-চাপ কাল্‌চে পাথরের মাথায়
এইমাত্র ঢেলে দিলেন
গলানো রুপো

আমি শিল্পীকে দেখতে দেখতে পাই না, কিন্তু বুঝতে পারি।

বিরাট রুপোলি ইজেলে
রুপোলি পথ বেঁকে যায়
অনেক দূরে, আর
রুপোলি গাছের মাথায় রুপোলি তুলো ভাসে
আবার রুপোলি মানুষমুখ, কাউকে চেনা যায় না

আর কোথায় যেন ঘাটের নির্জন সিঁড়িতে
ছল্‌ছল্‌ ক'রে ওঠে জল

তথাগত, তোমার জন্য আজ

ধোঁয়া-ধুলো-শব্দ আর টানাপোড়েন :
ক্রমশ শীর্ণ হচ্ছে তোমার মুখ

আজ, এই রাতে ফাঁকা মাটিতে দাঁড়িয়ে
দেখতে পাচ্ছো তো
হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে রূপকথার
চাঁদের মা-বুড়ির রাশি-রাশি তুলো।···

রুগ্নজল, গাছপালা, অনেক মানুষের কালোমুখ
শাদা হয়ে উঠেছে আজ—
আর উজ্জ্বল রসের মতো আলো।

একটু পরে, মেঘপাশ সরে গেলে, দেখতে পাবে
তোমার জন্য আকাশে রাখা
শ্বেতপাথরের বাটিতে পায়েস

বিরহীতে

'বিরহী' নামের গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে ভরা ফুলগাছ একাকী দাঁড়িয়ে।
মেঘের কপালে ফুটে ওঠে
রক্তিমাভ কারুকাজ···ঘাম-তেল্‌তেলে মুখে মানুষেরা ফেরে।
অদূরে ফসলক্ষেত, শিল্পীর ভাগ্যের মতো এলোমেলো পথ,
নদীয়া জেলার এই গ্রামটিতে
শ্রীচৈতন্যদেব কোনোদিন এসেছেন? আসবেন নাকি?

বিরহীতে সন্ধেবেলা জঙ্গলের মধ্যে ভরা ফুলগাছ প্রতীক্ষায় স্থির।

কবিতার বই

সন্ধের আগে থেকে আলো নেই, বিদ্যুতের বিষম অভাব
সে বারান্দায় ব'সে পড়ে লুঙ্গি গুটিয়ে
আর মুখ তুলে-তুলে চাঁদ ছাখে
তার বউ এইমাত্র অন্ধকার ভেতর-দালানে এসে
কাপড় ও শায়া ছাড়লো,
তারপর ঢুকে যায় নিচু রান্নাঘরে

আলো এলো পৌনে বারোটায়, এবার সবাই খেয়ে-দেয়ে নেবে
'ওগো, আবার পালিয়ে যাবে আলো?'
তখন আকাশে খোলামেলা চাঁদ
কবিতার বইয়ের মতন, প'ড়ে থাকে

বেঁচে থাকে একা

ঘরে থাকলে বই পড়ে, একা-একা চ'লে যায় অন্য মহাদেশে
কবিতার ঘ্রাণে তার বুক ওঠে নামে

কেউ নেই, এভাবেই বেঁচে থাকা তার সারাবেলা
সাড়ে তিন মাইল পথ নিজেই নিজের সঙ্গে গল্প ক'রে
পার হয়ে যায়

জ্বর হ'লে পথ্য দেয় নিজেকে সে, দুর্বল আঙুল দাগ মাপে
ওষুধের, অনিদ্রায় কপালে ও চোখের পাতায়
আদরের স্পর্শ রাখে
কোনদিন মাঝরাতে মুচ্‌ড়ে ওঠে বুক
যে-রকম ভূ-কম্পন, ধ্বংসের আভাস···দু'টি হাত সে-মুহূর্তে তাকে
আলিঙ্গন দেয়
সেই হাত তারি ;
যেন এক শুদ্ধশীল ক্ষেপে-ওঠা স্বেদময় তরুণের মুখোমুখি
একজন অপরকে বুঝ্‌, দিয়ে নিয়ে যায় অন্ধকারে, ছাদের হাওয়ায়
যেখানে আকাশ থেকে নক্ষত্রের কথা ঝরে···একা বেঁচে থাকে সারারাত

ঘুমহীন শুয়ে থাকা

আমার হাতে শেকল বা শেকলের মতো কী যেন পরাচ্ছে তিনজন লোক
এ-রকম ঢালু জায়গায় আমি আগে কখনো আসি নি, ওরা কেন আমাকে—
থমথম করছে ওদের চোয়াল ও আকাশ

হঠাৎ আমার চোখ খুলে যায়, পাথরের মতো গাঢ় হয়ে থাকে
যেন আর কোনোদিন বন্ধ হবে না।
আমি কি ঘুমের মধ্যে ওই দৃশ্য দেখছিলাম?
এক মুহূর্ত আগে
ভীষণ ঝাঁকুনি খেয়ে সমস্ত শরীর টানটান!

ঘুমহীন শুয়ে থাকি নিঃশব্দ-অন্ধকারযুগে
কেন যে তোমার কাছে কিছুতেই
নতজানু হ'তে পারিনি আজো,
টের পাই।

কার জন্য

এই যে রক্তের ছুট, সচল হৃৎপিণ্ড নিয়ে
সমুদ্রের মতো বেঁচে থাকার নিঃশ্বাস
প্রার্থনা ও অঞ্জলির মুদ্রায় লতানো করতল…
মানুষের জন্য এই সবই

কেন তবে মানুষের শিরা ফুলে ওঠে, অন্ধকারে
জ্বলতে থাকে চোখ !
দ্যাখা যায় : মুখের দু'পাশে ঢেকে রাখা
ভীষণছুঁচলো দাঁত ; ভয় পেয়ে আঁধারে সেঁধোয়
পশুরা, ভূতেরা

রঙের নম্রতা খোঁজে কাকে ভেবে এ দু'চোখ ? আর, দুটি হাত
বেছে-বেছে শব্দ তুলে আনে যেই, কেন আমি
অন্তঃস্থল ভরে নিই ঘ্রাণ ?
অনর্গল ভিজে-পুড়ে, কার জন্য
ভাঙতে গিয়েও তুলি মাথা !

দ্রোহী

সে খুব নরম, একা, অভিমানী
তুমি তাকে নিয়ে যাও প্রিয়-পরমের কাছে
সে বড়ো প্রসন্ন হয় আর
নদীর হাওয়ায় গায় গান
অন্ধকারে জেগে থাকে নক্ষত্রের সূক্ষ্ম আলো, অনন্তের পথ

'ওই দ্যাখো মানুষের গতি, উচ্ছলতা—
প্রাসাদ, সংসার, নারী, বিলিতি উদ্যান…'
এ-সব দেখিয়ে বলো, 'ওগো প্রিয় কী চাই তোমার?'
সে যেন কেমন, শুধু চুপ ক'রে থাকে

একা পেলে, চুপিচুপি, স্নেহের গলায় বলো, 'আচ্ছা,
মানুষের সব কাজ কী ক'রে তোমার প্রিয় হবে! তুমি
বুঝতে চেষ্টা করো'
এ-ভাবে ঠেকিয়ে তাকে, উদয়াস্ত ব্যস্ত হয়ে থাকা

অথচ সে 'দ্রোহী' হয় প্রায়শ। এবং
প্রভুমার্কা লোকেদের চেয়ে দ্যাখে আজব দৃষ্টিতে
মন্দিরের ভাস্কর্যকে বলে, 'ভালো থাকো', আর
মেঘপল্লবের ছায়া মেখে নেয় সবকিছু ভুলে…

তারি জন্য যতো বেঁচেথাকা

রঙের ভেতর থেকে

রঙের ভেতর থেকে শব্দ ওঠে ঃ
এখানে এসো !

আমার ঠোঁট তোমাকে ছুঁতে চায়
ব্রাশ যে-ভাবে স্পর্শ করে ইজেল

রক্তের ভেতর থেকে শব্দ ওঠে···

ওগো শাদা, সুন্দর প্রাসাদ, তুমি কি
এখানে এসে
অন্ধকারের নিবিড় রঙে
হারিয়ে যেতে চাইবে !

আর, আমি যদি প্রেমিক শিবের মতো
তোমাকে তুলে নিই
আমার বুকের ওপর ?

গন্ধ জানলায়, সিঁড়িতে

কলঘরে মেয়েলি গন্ধ, তোমার
চান হ'লো?
পাপোশে জলপায়ের ছাপ—
পাপোশেও ওই ঘ্রাণ?
ড্রেসিংটেবিলে, বইয়ের তাকে আঙুল আর
সায়ংকালীন হাওয়া

গন্ধ
জানলায়, সিঁড়িতে, মুসাণ্ডার জঙ্গলে —
আর সন্ধেবেলার আলো;
মেঘ আসছে একটু-একটু,
ভেজা চুল শ্যাম্পু-করা—সতেজ মুখ!

নন্দিনী

"বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।'

তোমাকে যে-ভাবে দেখি, তেম্‌নি দেখতে-দেখতে
আমি কি
জঙ্গলের মধ্যে পথভুল হয়েছিলাম?
নদীকে-আকাশকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, আর
দিয়েছি চোখের ঘোর

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকি : তোমার উজ্জ্বল চোখ
ঠোঁটে উদ্ধত হাসি ;
তুমি ভালোবাসো
রঞ্জনকে, রাজাকেও

আমি সে-রকম কেউ নই
আমার চোখ কি দিতে পারে তোমাকে
কিছু ফুল, গান?

দেবীমাহাত্ম্য

স্বপ্নের নির্দেশমতো দেবী নেমে এলেন সামনে
শুদ্ধ বিকেলবেলায়
পুরনো কার্পেট পাতা ধরাতল
দূরে ঋজু আর বাঁকাচোরা কাল্‌চে বৃক্ষরাজি
ফাঁকে-ফাঁকে পাহাড়দের গুল্মভুরু, চোখ ,
আকাশ রহস্যময় বেগুনীমেরুন
দেবী চলা শুরু করলেন আমার পাশে-পাশে
আমি চোখ নিচু ক'রে তাঁর চরণ দেখলাম—
শাড়ির পাড় আর কোমল গোড়ালি,
আমার চোখে, দেবী, তুমি সহসা মেলে ধরলে বিকচ চোখের দল
দিব্য কপোলে ছড়িয়ে পড়লো নদীর সূর্যাস্ত !
রহস্যের রঙ
ছড়িয়ে-ছড়িয়ে পড়ে আকাশ ভ'রে,
শুদ্ধবায়ু ছিঁড়ে।

গোধূলিনদীতে কোনো হাসি থাকে ?
আমিই প্রথম দেখতে পাচ্ছি সেই আলো, চোখের এক-একটি দল
সেই আলোকমিথুন !···
হাঁটতে-হাঁটতে পেছনে ফেলে এসেছি মৃত্তিকার ঢালু
সামনে ঢালদিগন্ত
দেবী, আমরা কি এগিয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে ?
অন্ধকার আকাশে কেঁপে ওঠে নক্ষত্রমণ্ডলী
ওই ছাখো, আমি তোমায় বললাম, ওই যে পাহাড় ডিঙিয়ে কারা
জ্বলন্ত মশাল হাতে এ দিকে আসছে
তীব্র আলোয় ঝল্‌সে যেতে পারে তোমার মুখ। কিংবা সবাই
দেখে ফেলবে আরতি-প্রতিমা !

তোমাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াই—

খুব কাছে এসে, কারা সব
ঘোর রোল করে ; বাজিয়ে ওঠে জগঝম্প
মুহূর্তে দাউদাউ-পাবকে দেখে নেয় আমার চারপাশ, আর
চিৎকার ক'রে শুধোয়, দেবী কোথায় !
আমি ঝাঁপিয়ে পড়বো এবার, শুধু
তোমায় একমুহূর্ত দেখে নিতে চোখ ফেরালাম—

তুমি চ'লে গেছো ?

বৃষ্টি সারারাত

বৃষ্টি পড়ে সারারাত রিম্‌ঝিম্‌-রিম্‌ঝিম্‌
প্রাসাদের বন্ধ এক শ্বেতপাথর-ঘরের ভেতরে
ঝিম্‌ঝিম্‌ অন্ধকার
আর একাকিনী রাণীসাহেবার নিঝুম বুকেও

সুখে স্নান করে কে যেন মাঠে, নবধারাজলে,
কলে এই জল কখনো মেলে না
রাণীসাহেবা, তুমি পেলে না এ ঋজু আশীর্বাদ

বৃষ্টি অবিরল, খুব আত্মমগ্ন,
অন্ধকার কেউ নেই—কেন তুমি নগ্ন হয়ে
বাইরে এলে না ?

তোমার নির্জন উপকূলে

তোমাদের বাড়ির সামনে অন্ধকার, কবে যেন এর আগে এক সন্ধেবেলা
এ-রকম দেখে আমি ঘাড় উঁচু ক'রে ভেতরে দেখেছিলুম আলো। এখন
অস্থিরভাবে ওদিকে তাকাই, সেখানে আরো অন্ধকার। দেশলাই জ্বেলে
দেখি, দরজায় গম্ভীর তালা। তুমি এখন কোথায়? পাশের বাড়ির
ভদ্রলোক আমার কাছে এসে, আলাপ ক'রে জানালেন, তোমরা
বেড়াতে গেছো দেশের বাড়িতে, পুজোয়।

স্পেশাল বাসের জানলা থেকে চোখে পড়ে দেবীপক্ষের চাঁদ, মধুরা,
তুমি কি এখন আদিবাড়ির পুরনো ছাদ থেকে ওই নিঃসঙ্গ চাঁদের
দিকে তাকিয়েছো?

জানলার বাইরে কলকাতা; তুলকালাম ভিড়, গলদঘর্ম পথচারী ও
ট্রাফিক পুলিশ; আলোকিত বিদ্যুতের, ইয়ে, কলাকৌশল—স্টিরিও
ও মাইকে জমজমাট।···একপাশে আমি চুপচাপ ব'সে আছি
এই সন্ধেবেলা, তোমার নির্জন উপকূলে। কেউ কি তার যৌবনকে
এর চেয়ে মধুরভাবে অনুভব করেছে?

এসো, এইখানে

দীর্ঘশ্বাসের মতো উষ্ণ ছিলো কিছু আগে হাওয়া,
হাল্‌কা অন্ধকারে
ঘাটশিলার ছোটো-বড়ো শিলার অঞ্চলে একা-একা
এসে দেখি :
তোমার বুকের ঠিক সন্ধিস্থলের মতো গভীর সুবর্ণরেখা…
হংসশাবক হেন ওই বুক মনে প'ড়ে যায়, ওই দন্তরাজি
গ্রীবা, বাহুমূল
চ'লে এসো এইখানে, কবি চায় দু'রকম প্রকৃতির হাওয়া।

যোগ্য সম্মান দেবো শরীরের, আর
পাহাড়তলির সেই অজস্র ফুলের মতো কিছু…চ'লে এসো

অনুভবে স্থির

অন্ধকারকে সবচেয়ে কাছে পাওয়া যায়
আকাশের নিচে
নক্ষত্রের বিচ্ছুরণে আকাশ ও অন্ধকার
প্রকৃত সুন্দর হ'য়ে ওঠে…
এইসব ভাবতে-ভাবতে, পায়ের আঙুল থেকে
মাথা অব্দি ডুবে যায় ঘুমে
তুমি পাশে শুয়ে আছো : বুকের সান্নিধ্যে বুক
হাতে হাত, অনুভবে স্থির

অরণ্যে গাছের শাখা সংলগ্ন বৃক্ষের বাহু ছুঁয়ে বেঁচে থাকে
সারারাত
নক্ষত্রের বিচ্ছুরণে আকাশ ও অন্ধকার প্রকৃত সুন্দর
হয়ে ওঠে…
যেন আমি যজ্ঞকুম্ভ, পরিপূর্ণ হ'য়ে যাই ঘুমে ; তুমি
আম্রপল্লবের মতো সম্পূর্ণতা আনো।

নির্জন

আর দু'জনকে দু'দিকে হেঁটে যেতে হয়েছিলো
দীর্ঘদিন ছাখা হবে না ভেবে
'বিদায়' ব'লে হাত নাড়াও হয়নি আমাদের

হেঁটে আসছিলাম
উঁচু-নিচু পথ জুড়ে চাঁদের কুয়াশা ··
তুমি কখন পৌঁছে ছিলে ওখানে ?

ধোঁয়াটে মেঘ, গুমোট রাত
আবছা ঘুম, ঝাপ্‌সা চোখ···
কোনো সুর শুনতে পাচ্ছিলে তুমি ?

আমি কিছুই বলিনি তোমায়, আমার চোখেরা
কিছু বলেছে কি !
বস্তুত, তেমন কোনো কথোপকথন
নির্মিত হ'য়ে ওঠে নি
ঘন ছাখাশোনার মধ্যেও একা পাইনি তোমাকে,
আবার একা পেয়েও
সহসা কথা পাইনি

ইদানীং সন্ধ্যাগুলি একক সঙ্গীতের মতো, মৃদু
বেজে-বেজে যায় কেন !
কেন চাই নির্জনতা ?

দৃশ্যের ভেতরে এই সবকিছু

ঘাম-তেলতেলে মুখে ঈপ্সিত ট্রেনের দিকে ছুটে যায়
ক্লান্ত মানুষেরা।
এই কি গোধূলি? বেশ রক্তিমাভ ওপার-আকাশ
বাতাস-সাঁতারু ঝাঁকেঝাঁক বক, ভাসমান ঘুড়ি,
এ-সময়ে সবার কপালে ভালো-
বাসার আবির

তোমার কানের পাশে লতার আকর্ষের মতো চূর্ণ চুল
সন্নিবিষ্ট, সিক্ত ওই রঙে
আকাশে দু'চোখ স্থির, যেন আর-একটু পরে ওইখানে গিয়ে
দু'টো ম্লান নক্ষত্রকে কোথাও পাঠিয়ে
র'য়ে যাবে

পরন্নবাদ-প্রতিকূলে—তর্কে—প্রায়ই তুলি ঝড়
অথচ এ-ক্ষণে
বুকের গভীর থেকে কে যেন অতৃপ্ত স্বরে বলে ওঠে ঃ
জন্মান্তর চাই—
মানে, এই চোখ, এরকম তুমি, এই মোহন-মুহূর্ত
দৃশ্যের ভেতরে এই সবকিছু···

দূরে যেতে-যেতে

কেন তুমি আমাকেই সব কথা বলো, আর মাঝে-মাঝে
রাগী কিংবা অভিমানী হও ?
তোমার সান্নিধ্য ছেড়ে, দেখো, আমি একা-একা
অসম্ভব দূরে চ'লে যাবো।

ওই চোখ থেকে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিই
গাঢ়নীল-ডুরে পর্দা টেনে দিয়ে যেতে-যেতে
থামি, ফিরে চাই—
কেন ? ওর শরীরে কি তোমার সুগন্ধ ?
সিঁড়িতেও…?

বাগানের দু'টি দীর্ঘ দেবদারু পাতা নেড়ে-নেড়ে কাছে ডাকে
বলে, 'শান্ত, চ'লে যাচ্ছো বোকা মেয়েটার সঙ্গে
রাগারাগি ক'রে ?
ও যে কী সরল—জেদী—তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে।'
ভুল ভাঙে যে-বাতাস, তার স্পর্শে হাঁটি, চ'লে যাই

যেতে-যেতে চোখে ভাসে ঃ জানালার পাশে তুমি,
ফুরফুরিয়ে ওড়ে
লতার আকর্ষের মতন তোমার চূর্ণ চুল,
অপ্রতিভ চোখও কপোল…

দুঃখ আসে, এই দুঃখ কতোদূর যাবে ?

কিন্তু তুমি নও গোলাপ কিংবা

গোলাপী ও কমলার ঠিক মাঝখানের রঙটিতে, যেমন তোমার ঠোঁট,
ভ'রে-ওঠা গোলাপদের নিয়ে
আমি টেবিলের সামনে—

ফুলদান থেকে গন্ধ পায় ওরা আমার, যতোক্ষণ কাছাকাছি
যেমন, আমি লেখার জন্য কলম-ফুলস্ক্যাপ খুলেও, কখনো
থম্‌কে বসে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি লোকের তখন
সুগন্ধ গ্রহণ ছাড়া আরকিছু নেই

অবশ্য ওদের হাত রাখতে হয় না আমার উষ্ণতায়, আমার বেদনায়
অথবা ওরা খুলে সাজায় না
ক্ষুৎরাগী আমার সদ্য কিনে আনা পাঁউরুটি ও হ্যামের প্যাকেট

আমি তোমায় দেখে আসছি উন্মোচনের সময় থেকে, জানি,
পুরুষের অনুভূতি তোমার কাছে শিল্প
তোমাকে আমি দেখে আসছি উন্মোচনের সময় থেকে, জানি,
তুমি রবে না আমার দিনমজুরি ছোঁওয়ায়
বিছানায়, পাঁউরুটিতে

'তুমি তো নও গোলাপ কিংবা গোলাপগুলি !'—ব'লে ঝুঁকতেই
বুকের গন্ধ

তুমি চান করো

আরশি আবার বোঝে নাকি
রূপের কী ব্যথা কহ্লারে?
সে ত্যাখে তোমার মুখখানি—
গভীর আকাশ মেঘে ঢাকা।

গহন বিপুল জ্যোৎস্নাতে
বাঘ জলে নামে,—তৃষ্ণাময়;
পিছু-পিছু আসে বাঘিনী তার
সে কেন পরে না অলংকার?

পাতার জাজিমে বসেছে নখ
পিপাসা নিবিড়, ভয়ংকর—
বিশাল বাঘের অরণ্যে
সেজেছে বাঘিনী নিরাবরণ!

পুরুষেরা খোঁজে এমন কী?
তুমি চান করো প্রাণ ভ'রে
ঘুলঘুলি গ'লে পূর্ণিমা
ঢুকেছে তোমার কলঘরে॥

কাছে

কেন তুমি এ-রকম করছো ?

ছিঁড়ে-খুড়ে টুকরো-টুকরো ওই আকাশ
পৃথিবী-খোঁড়া বজ্রময় জল
দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হাওয়া
গাছ-লতাপাতা-ঘাস :
'আমাকে তুমি আবিষ্কার করো— !'

বন্যা, তুমি ও-রকম কোরো না,
উদোম ঝড়ে বিচ্ছিন্ন হবে ঘরের মাথা !
খরবায়ু যাক্, আস্তে-আস্তে কথা বলো তুমি
তোমাকে কোথায় খুঁজবো ?—আমি তোমার খুব কাছে, ছাখো,
আমার চুলে রক্ত, খড়, শুকনো পাতা···

এই তো তোমার জল, আর আমার শিরা !

অন্ধ

ধাতবদাঁড়ার এ-ই কাজঃ
ওঠা আর নামা উদয়াস্ত
ক্রেন থেকে ঝুলে বারবার
খুশিমতো মাংস ছিঁড়ে আনা !

কিভাবে চালিত হয় ? কারা—?
জানে না, এবং নেই প্রশ্ন
ক্রমাগত শরীর বজায়
এ-ভাবেই প্রশ্ন নেই কোনো।

বারবার ওঠানামা চলে
মেশিনের নেই কেউ বন্ধু
মুখচাপা শব্দ হয় খালি
পরিধিতে হিস্‌সার হিসেব।

পরিধির বাইরে কোনো হাওয়া
আছে কিনা,—এ প্রসঙ্গ মৌন ;
আলো নিভে গেছে, অন্ধকারো,
চোখ বুজে কে বাজায় বাঁশি ?

খাবার

একটু ঠুকরে, ল্যাজ নাড়িয়ে ছোটো-ছোটো ঢেউ তুলে
এ-পাশ দিয়ে ও-পাশ দিয়ে ঘুরে যায়
সন্ধের হাওয়া
আর বাঁকানো লোহায় ঝুলে থাকে
লোমছাল-ছাড়ানো মাংস, লালশাদা,
বারবার তাক্ করে মাছিরা
চেয়ে থাকতে-থাকতে বোকা হ'য়ে যায় কুকুর

ও-টুকু খাবার নয় শুধু, ঠাণ্ডা আলোয়
নেমে আসছে গোটা-গাটা শরীর
জিভ
ঠোঁটকে ছুঁতে-না-ছুঁতে
দাঁত তাকে মনে করায় স্বধর্ম

নশ্বর
নর্দমার পাঁক, আমের বোল, ময়দা গুলির মতো
বাদামকোয়া...
এইসব ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সন্ধের হাওয়া
চমৎকার শরীরগুলিও ঠুকরে যাচ্ছে মাঝেমাঝে

আর, সারা কলকাতা ভ'রে উঠেছে খাবারঘরের গন্ধে !

যে রয়েছো

নন্দনকাননেভ্রমণেরস্বপ্ন তখন অন্তর্হিত, পারিজাত-ফারিজাত কে কোথায়
অন্তহীন দূর থেকে দেখি : সোনাগাছিতে মাকালীর ছবি-লটকানো ঘরে
ম'রে প'ড়ে আছে তুলতুলে বেরাল
প্রিয় লেখার টেবিলে নীল ইনল্যাণ্ডলেটার তখন অবহেলাময়
কিছুতেই উত্তর লিখিয়ে নিতে পারে না
মিনিবাস ও বাসের কাছে, আকাশবাণী ভবনের সামনে, ইডেনমুখী
সার-সার পিঁপড়েরা…
দক্ষিণে, নদীর পাড়ে খল কুমীর যেন কালো টিকটিকি—

বস্তুত, তখন লাটাই চেপে ধরার মতো কারুর হাত, শরীর
ধারে-কাছে নেই ;
যেন ঘাড়-গোঁজ লাল ঘুড়ি অবিরাম সুতো নেয়, লাট খেতে-খেতে
মহাশূন্যে…
লাটাই চেপে ধরতে হবে এবার সমস্ত শক্তিতে, এ-রকম কাজ
বড়ো ক্লান্তিকর, না-না, আনন্দের ; না-না, ক্লা—।
স্ববিরোধীতার মূলে যে রয়েছো নাম বলো, বলো, বলো,
অমৃত না বিষ ?

ক্রিয়াকলাপ

একটি নিরীহ পোকা ঘুরঘুর করছিলো দেয়ালে
অল্পদূর থেকে একটা টিকটিকি
পা টিপে-টিপে এগিয়ে আসে, তীক্ষ্ণ চোখ,
জিভ বের করছে মাঝেমাঝে

বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে যেতেই
আমি উশ্‌খুশ্‌ ক'রে উঠি
মাথা ঝুঁকিয়ে দেখি আকাশ—
রাগী মানুষের চোয়ালের মতো নিরেট আকাশ ;
টের পাই ঃ পৃথিবী নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আছে
পৃথিবী ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে আমাকে বলে,
'মানুষ, তুমি প্রস্তুত হও, ওকে আর এক পা-ও
এগোতে দিয়ো না—'
আমি হাই তুলি, 'এ-সব ছোটোখাটো ব্যাপারে '
'ছোটোখাটো নয়, আতসকাচে ওকে লক্ষ্য করলে
তুমিও অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

মাংসাষী সরীসৃপ ক্রমশ এগিয়ে আসে, গুটিগুটি,
আমি হঠাৎ ফুঁ দিই জোরে, ঘরময় ঝড়···
সরল পোকাটি উড়ে যায়
ধুলো পড়ে টিকটিকির চোখে

মুহূর্তে তার সমস্ত অভিশাপ উড়িয়ে দিই
এক মুখ ধোঁয়ায়
আর মুখ তুলে বলি,
'ঈশ্বর, তুমি অন্তত আমার মতো হও!'

গঞ্জে-গাঁয়ে, তোমার

সামনে ঘোরে চরকাধুলো—বাস চ'লে যায়
পেছন থেকে কেউ কি দিলো সাইকেলে বেল!
শীর্ণ পথের একেবারে পাশটি দিয়ে
তোমার যাওয়া— তাই বুঝিবা চম্‌কানি নেই!

হদ্দ শীতে গুড়-চোঁয়ানো রোদদুপুরে
গায় চাদরী, ঘাড় ও গালে পালংপাতা।

হায়, কেন যে এম্‌নি রোদের ঢল থাকে না
সোমবচ্ছর— এমন জীয়ল দুপুরবেলা…
সেই যে কবে দুপ্‌দুপিয়ে নাইতে গিয়ে
টের পেয়েছো, ভরনদীতে ডুবশুশুকের
ঝট্‌কা—ক'ষে সামলে নিলে আঁচল-টাঁচল
শায়ার দড়ি।
এখন হাসো কারণ মতো,
বুঝতে পারো : খুব খিদে বা তেষ্টা পেলেও
থামবে না পথ ; লম্বা, ঘুঘুর ডাকের মতো।

হাতের চেটোয় কড়া, পায়ে চিলতে আঙট্‌,
একটু ভারি চলন-বলন এবং পাছা—
মাঝেমাঝে তোমায় দেখি গঞ্জে-গাঁয়ে,
কোথায় থাকো—সুদামডি, না কন্যানগর ;

শরীর

শরীলকে মাঝেমাঝে বকাবকি
মাঝে মাঝে বুঝ দিতে হয়, আর
মাঝে-মইধ্যে অকে নিয়ে বড়ই ঝামেলা—
কাল বাদ পরশু থেক্যে খাওয়া জুটবে না
অ্যার চে' খারাপ আর কী হবার আছে!
কোত্থেকে শরীলে এসে বাসা বান্ধে বেল্লিক বেমার--
হেই বাপ পীরসাহ্যাব, চক্ষু মেল্যে চাও, দোয়া কর।

শরীলে অসুখ ক্যান্ ভর কোর্ল?
ধর্মবাবা, মা শীতলা, মুখ থেক্যে দূর কর তিতা!

গাঁথ্নি আর আস্তরের কাজ সের‍্যে ঘরে ফিরছিল যেই গেলকাল
টানাপথে, বৈকালবেলায়
আলমকে-পবনকে ছেঁক্যে ধরেছিল সব
বেয়াড়া মশার মত জল!
ধরতাই-শরৎকালে, ফুটা-ফাটা খুঁজে ঘরে ঢুক্যে পড়ে
কাত্তিকের হিম, আর যেন
গরম ভাতের ভাপ নাক দিয়া—
গাঁটে-গাঁটে ব্যথা, কাঁথা-কানি টেন্যে সাব্‌ড়ে মুড়ি মারে
পুরানলোহার মত হাত।

হেই বাপ,
শরীলকে জীইয়ে রাখা
রোজদিন
অকেই খাটিয়ে!

পাখির গল্প

কাউকে কিছু না ব'লে, ভেজানো দরজা ঠেলে, অনেকদিন পর
বাইরে এলো পাখি ;
বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এসে
লোকটা দেখলো
খাঁচা শূন্য

বনবাদাড় চ'ষে
হঠাৎ চোখে পড়লো—প্রিয় সেই চন্দনা
একটা জামরুল গাছের কাঁধে
আড্ডা দিচ্ছে আরো ক'টা সবুজ পাখির সঙ্গে
অনেক কষ্টে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে
তাকে ধ'রে আনা হ'লো।

দুই
খাঁচার বাটিতে প'ড়ে থাকে
ছোলা জল—
দেখতে-দেখতে ঘরে ঢুকে যায় লোকটা
নিচু গলায় বলে,
'এভাবে থাকার চেয়ে চ'লে যাওয়া ভালো।'
পাশে রান্নাঘর, তার বউ ডালে সম্বরা দিয়ে
উরুতে নাক গোঁজামাত্র এ-কথা শুনতে পায় ;
সোয়ামীর কথা ওই সম্বরার মতো, হঠাৎ
ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে ঠিক বুকের মাঝখানে

বেশিরাতে ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে অসাড় হ'লে
বউটি পাশের ঘরে গিয়ে
বেশ্যার চেয়েও ঢের সুখ দিলো লোকটাকে,
পতিব্রতা রমণীর মতো।

তার স্বগতোক্তি

'—আমার এখেনে আট্টু খিচ্‌ড়ি, বাবু—
উ-ই ওখেনে জলটা যেন ভয়ংকর একটা
জানোয়ার হ'য়ে
খুকিকে আমার টপাৎ ক'রে গালে পুরলে
কী বলবো গ, বউটা আগে ভাগে গে বেঁচেচে
সে ছ্যালো ভাগ্যমান, বড়ো নক্কীমন্ত।

জল চাদ্দিকে ক্ষেত-পচানো ঘরদোর-ভাঙা আক্রুসে
জল
কামড়ায়—আমার শিরদাঁড়ায় চিন্‌চিন্‌
খোকাকে আমার, জলের ভিত্‌রে কিসে কাটলে···
আর, এই পোড়া কপালে একটা সাপ-টাপ
কিচ্ছু লয়!

মাথার উপ্‌রে বেবন্ন আকাশ
কাটা পাঁঠার মতো আমি কাঁপচি
কাঁপচি, তবু—
তবুও তো বলতে পাচ্চিনে ঃ দিও না, আর এক ফোঁটা খিচ্‌ড়িও যে
গলার এই নাল বেয়ে নাবতে চায় না—'।